শুধু ফাঁকি



ঢাকা, উয়ারী, কাল্‌চার হাউসে অভিনীত

প্রথম অভিনয় রজনী

৯ই পৌষ, ১৩৩৮ সন

শ্রীনরেন্দ্রনারায়ণ রায় চৌধুরী

প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ

১৩৩৯

মূল্য ৷৷০ আনা

প্রকাশক—
শ্রীনিকুঞ্জবিহারী দাশগুপ্ত
পার্শনেল্ এসিষ্টেণ্ট্
কাল্চার হাউস, উয়ারী, ঢাকা।

ঢাকা—
নারায়ণ-মেশিন-প্রেসে,
শ্রীকালাচাঁদ বসাকদ্বারা মুদ্রিত।

পাত্র পাত্রী

মিস্ অনাবিলা দাস মিস্ অনাকুলা দাস	দুই ভগ্নী শিক্ষয়িত্রী—নন্দিতাও বন্দিতার অভিভাবিকা।
নন্দিতা বন্দিতা	দুই ভগ্নী মাতৃহীনা—পিতা প্রবাসে।
সুলভা বিজলী	নন্দিতা ও বন্দিতার সখীদ্বয়।

শ্রীমতী হিরণ্ময়ী

শ্রীমতী তরলা

শ্রীমতী লাবণ্য প্রভা… বন্দিতা ও নন্দিতার দূর আত্মীয়া।

সরলা … নন্দিতা ও বন্দিতার দাসী।

শুধু ফাঁকি

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

শিক্ষয়িত্রীদের সুসজ্জিত বসিবার ঘর। যবনিকা উঠিলে একটু পরে পা টিপিয়া টিপিয়া চাপা হাসি লইয়া নন্দিতা ও বন্দিতা প্রবেশ করিয়া পর্দ্দার আড়ালে লুকাইয়া রহিল। একটু পরে অনাবিলার প্রবেশ—অনাবিলা বয়স্কা দৃঢ়চিত্তা স্ত্রীলোক, হাতে বই ও অন্যান্য জিনীস পত্র, টেবিলের কাছে গিয়া বসিল। একটা পত্র লইয়া সরলার প্রবেশ।

সরলা। বড় ঠাকরুণ, ঐ রকম আর একটি চিঠি পেয়েছি মাদুরের উপর।

অনাবিলা। (চমকিয়া উঠিয়া) আর একটা, সরলা? (চিঠি লইল) কি ধৃষ্টতা! কে দিয়ে যায় এগুলো কিছু আন্দাজ কর্ত্তে পারিস্ না?

সরলা। না, কাউকে তো কোনদিন দেখিনি। যেন শূন্যে আসে, শূন্যে যায়!

অনাবিলা। (ঘৃণার সহিত) শূন্যে আসে? মাথা! তুই এতদিন ধরে এদের সঙ্গে আছিস্, এখনো টের পেলিনা ওরা কার সঙ্গে চিঠি পত্র লেখা লেখি করে! ওদের প্রিয় পাত্রেরা কারা, এ খবরটা এতদিনেও জান্‌তে পারলিনা—আশ্চর্য্য!

সরলা। (ঘৃণার সহিত) সে তাদের নিশ্চয় নেই। তারপর কে যাবে লুকিয়ে লুকিয়ে পাহারা দিতে!

অনাবিলা। না, সে দরকার এখন। যাক্, অন্ততঃ তাদের লেখা চিঠি গুলো যে করেই হোক্ আমাকে এনে দিবি। এমন দুঃসাহসের অর্থ বুঝছিনা। অনাকুলাকে বল্ এখনি আসতে এখানে।

(সরলা নিষ্ক্রান্ত—অনাবিলা ক্রোধের সহিত বাহিরটা কিছুক্ষণ দেখিয়া তাহা খুলিল এবং তাহা পড়িল, পড়িয়া ঘৃণা ও ক্রোধের সহিত পায়চারি করিতে লাগিল—অনাকুলার প্রবেশ, অনাকুলার ছোট মুখে সব সময় ক্লিষ্ট তিক্তভাব)

অনাকুলা। (বিরক্তির সহিত) কি হলো, দিদি? এত তাড়াতাড়ি আস্‌বার কি ঘটেছে! খারাপ

সংবাদ কিছু? আমার হৃদয় যে কাঁপ্‌ছে।
(বুকে হাত দিল)

অনাবিলা। (বসিয়া) রেখে দে তোর বুক, আকুলি! তোর বয়সে আবার হৃদয় কিসের!

অনাকুলা। (চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) থাক্‌বেনা? হৃদয় না থাক্‌লে বাঁচ্‌ব কি করে?

অনাবিলা। (তীক্ষ্ণভাবে) বাজে কথা! অনেক লোকের তা নেই জানি।

অনাকুলা। দিদি, হৃদয় ছাড়া লোকে ভালোবাস্‌তে পারে?

অনাবিলা। এখনি বল্‌লি বাঁচ্‌তে পারে—এখনি আবার ভালোবাস্‌তে পারে? সে চুলোয় যাক্‌, তোকে তো আমি বাচ্‌বার বাস্‌বার আলোচনার জন্যে ডেকে পাঠাইনি, আমি ডেকেছি এই কথা বল্‌তে যে সেই রকম আর একটা চিঠি পাওয়া গেছে মাদুরের উপর।

অনাকুলা। (চমকিয়া) এ্যাঁ! কাকে লেখা?

অনাবিলা। উপরে শুধু একটি "ন" লেখা—পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে নন্দিতাকে।

অনাকুলা। হাঁ—অন্যটিতে ছিল "ব"। এক হাতের

লেখাই কি? কি আছে এতে! অবশ্য তুমি পড়েছ? (একটু খোঁচা দেওয়ার সুরে)

অনাবিলা। (গাম্ভীর্য্যের সহিত) অবশ্য পড়িছি। মেয়েদের যখন আমাদের অভিভাবকত্বে রাখা হয়েছে তখন এ আমার কর্ত্তব্য।

অনাকুলা। (দুঃখ করিয়া) আঃ, মা নেই। পিতা চলে গেছে সীমাহীন অনন্ত বারিরাশির ওপারে।

অনাবিলা। কি সময় নষ্ট করিস্! বিলেত বলতে পারিস্‌না? আমি বল্‌ছিলাম যে মেয়েদেরে আমাদের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়েছে তারা যাতে যার তার সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে মুস্কিলে না পড়ে তা দেখা আমাদের কর্ত্তব্য।

অনাকুলা। অবশ্য, দিদি। সে বুঝিয়ে বল্‌তে হবেনা আমাকে, আমি কচি খুকী নই।

অনাবিলা। (গম্ভীর ভাবে চিন্তা করিয়া) কাদের কাছ থেকে তারা চিঠি পায়? যতদূর সম্ভব গোপনে চৌকি দেওয়া গেছে কিন্তু পরিষ্কার বোকা বানিয়ে ছাড়্‌ছে তারা আমাদেরে।

অনাকুলা। এ চিঠিতে কি আছে? দেখাওনা আমাকে!

অনাবিলা। হাতের লেখা এক নয়, তাতে প্রমাণ হচ্ছে

প্রত্যেকেরই আলাদা প্রিয় পাত্র আছে। পাকা ষড়যন্ত্র চল্‌ছে। আমরা সাবধান হয়ে না পড়্‌লে গুরুতর হয়ে উঠ্‌তো, কি লজ্জাস্কর চিঠি!

অনাকুলা। লজ্জাস্কর? আমার কি এটা পড়া উচিত, দিদি?

অনাবিলা। (বিরক্তির সহিত) অদ্ভুত! তোর মত এক বুড়ী এই ভাবে কথা বল্‌ছে!

অনাকুলা। (প্রায় কাঁদিয়া ফেলিয়া) আমি তো বুড়ী নই। তুমি বরাবর আমাকে ঈর্ষ্যা কর। যা উচিত নয় এমন জিনীস আমি পড়তে চাইনা।

অনাবিলা। (তীক্ষ্ণ ভাবে) এখনি পড় এটা আকুলি। আমাদের কাজ কর্ত্তে হবে, কথা বল্লে চল্‌বেনা। (আবার ছিনাইয়া নিল) শোন্ আমি পড়ছি। দেরির সময় নেই। (পড়িল) "প্রিয়ে! প্রিয়ে, প্রিয়তমে!"

অনাকুলা। (হাত তুলিয়া) ওঃ! দিদি!

অনাবিলা। "তোমাদের আত্মীয় লাবণ্য প্রভার বাড়ীতে লুকিয়ে যাবে, এবং চারটার সময় সেখানে আজ উপস্থিত থাক্‌বে, তোমার এই প্রস্তাব

চমৎকার। তোমার বুদ্ধির উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর কচ্ছি—সে বুদ্ধির প্রমাণ তুমি ইতিমধ্যেই যথেষ্ট দিয়েছ। যে দুটো বুড়ী ডাইনী তোমাদের উপর পাহারা দিচ্ছে, তাদের চোখ এড়িয়ে দুজন মহিলার বেশ ধরে আমরা সেখানে উপস্থিত হব, কি জানি পাছে এবার আর তাদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ না কর্ত্তে পার। "য" "ব" কে এই খবরই দিচ্ছে। হাজার হাজার আলিঙ্গন এবং চুম্বনের পর এখন তাহলে বিদায় নিচ্ছি। প্রেমসাগরে আকণ্ঠ মগ্ন তোমারি "গ"।" শুন্‌লে ?

অনাকুলা। দিদি, কি ভীষণ! সত্যি সত্যি তাহলে আমাদের "বুড়ী ডাইনী" লিখেছে ?

অনাবিলা। লিখেছেই তো! আর দেখোতো মেয়ে দুটো কেমন প্রবঞ্চনা করে এসেছে আমাদের সঙ্গে। তবু ভালো, চিঠিগুলো ধরা পড়েছে।

অনাকুলা। আলিঙ্গন ও চুম্বন! কি ভীষণ! এ অভিজ্ঞতা আমাদের তো হয়নি। কেমন, হয়েছে ?

অনাবিলা। (তীক্ষ্ণ ভাবে) চুপ কর, আকুলি। মন্তব্য

করার সময় নেই আমাদের, কি করা যায় চিন্তা কর্ত্তে হবে। ভয়ানক ব্যাপার।

অনাকুলা। ওদের বাপ্‌ সীমাহীন অনন্ত বারিরাশির ওপারে—

অনাবিলা। বিলেতে, আকুলি। কতবার বল্‌ব আর এটা! দেশের নামটা মনে থাকৃছেনা, কত বুড়ী হয়েছিস্‌ দেখছিস্‌ তো।

অনাকুলা। দিদি, তুমি বড় নিষ্ঠুর! (কাঁদিতে আরম্ভ করিল)

অনাবিলা। (উঠিয়া আর টেবিলের কাছে গিয়া) কাঁদলেই ওদের মিলন বন্ধ হবে না—কিন্তু সে বন্ধ করা চাই। আমাদের আজ সহরে যাওয়া হবে না, সে পরিষ্কার।

অনাকুলা। সহরে যাওয়া হবেনা কেন? কেন, দিদি কেন?

অনাবিলা। কেন, কারণ এক সময়ে দুই যায়গায় থাকা সম্ভব নয়। তালতলা আর লাবণ্যপ্রভার বাড়ী দুই বিপরীত দিকে।

অনাকুলা। বাস্তবিকই লাবণ্যপ্রভার বাড়ী যাবে নাকি? কি জন্যে?

অনাবিলা। (অধীর ভাবে) দিন দিন তুই কি হচ্ছিস্‌? দ্বিতীয় শৈশব এলো নাকি তোর?

অনাকুলা। (রাগিয়া) তা আসেনি—কিন্তু আমি সহরে যেতে চাই।

অনাবিলা। তাহলে একা যাবি। আমি সে বাড়ীতেই যাব—দেখে আস্‌ব কি রকম প্রেমিক দুটির কবলে পড়েছে মেয়ে দুটো।

অনাকুলা। (হাতে মুখ ঢাকিয়া) ওঃ! ওদের বাবা সীমা-হীন—

অনাবিলা। (দৃঢ় ভাবে) বিলেতে, আকুলি। (টাইম টেবল হাতে লইয়া) আমরা দুটোর গাড়ীতে বেরিয়ে পড়ে এদিক সেদিক কিছু ঘুরে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হব। মেয়েগুলো তিনটার গাড়ীতে যাবে, কাজেই তাদের আগেই যাব আমরা! হতভাগা পাজি ছুঁড়ীরা।

অনাকুলা। মেয়ে দুটো বাস্তবিক ভারি খারাপ।

অনাবিলা। (ঘড়ীর দিকে চাহিয়া) ওঃ! ভারি দেরী হয়ে গেছে। যাবি কোথায়—সহরে, না, ঐ বাড়ীতে?

অনাকুলা। (বিরক্তির সুরে) ঐ বাড়ীতে—এই সঙ্কটের অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে যাওয়া ভালো হবেনা।

অনাবিলা। (শুষ্ক ভাবে) না! তোমার সাহায্য আমার

পক্ষে মহামূল্যবান—বিশেষতঃ কাঁদতে আরম্ভ করলে।

অনাকুলা। নিশ্চয় তা করব না আমি।

অনাবিলা। আচ্ছা, যাই হোক্, চোখ দুটো খুলে রাখিস। একজন বেশী সাক্ষী তো হবে। যুবকদের বদলে আমাদেরে সেখানে দেখে তারা অবাক হয়ে যাবে। দেখিস্ তাদের আবার বলে দিস্‌না আমরা সেখানে যাচ্ছি—তোর পেটে তো কথা থাকে না।

অনাকুলা। আমি কিছু বলি না।

অনাবিলা। আয়, এখনি প্রস্তুত হতে হবে।

অনাকুলা। (উঠিয়া দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া) ভারি অসত্য দেখাচ্ছে ব্যাপারটা।

অনাবিলা। বাজে! সত্যে সত্যে তফাৎ আছে, এক এক যায়গায় এক এক রকম দরকার।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

(একটু পরেই নন্দিতা ও বন্দিতা পর্দ্দার আড়াল হইতে আসিয়া হাসি চাপিয়া ধপ্ করিয়া চেয়ারে বসিয়া পড়িল—সরলার প্রবেশ)

সরলা। (নীচু গলায়) কি গো! কি হয়েছে?

নন্দিতা। ওঃ! সরলা। চমৎকার, চমৎকার! টোপ্

গিলেছে—সহরে না গিয়ে তারা ঐ বাড়ীতে আমাদের প্রিয়জনদের ধর্‌তে যাচ্ছে।

বন্দিতা। (লাফাইয়া উঠিয়া সারা ঘরে নাচিতে নাচিতে) বাঃ রে বাঃ মজা, মজা!

সরলা। স্‌ স্‌ স্‌! তারা শুন্‌বে! আর এ মজা কিছুই না আমিও এ তোমাদের কর্ত্তে দিতুম না, তবে মেয়ে মাষ্টার দুটো বড্ড বাড়াবাড়ি কচ্ছে —রাত দিন কড়া পাহারা—যেন চোর এরা। যে সে বাপ মায়ের ঝি তো নয় এরা!

বন্দিতা। (অনুকরণ করিয়া) যে বাপ সীমাহীন অনন্ত বারিরাশির ওপারে আছে।

সরলা। সে বাপের কত গর্ব্ব মেয়েদের নিয়ে!

নন্দিতা। কিন্তু এমন সুন্দরী মেয়ে দুটি যে ছেলে ছোকরাদের সঙ্গে মিশে ভালো থাক্‌বে তার প্রমাণ কি?

সরলা। তা বড় দিদিমণি, কে বল্লে তুমি সুন্দরী? সৌন্দর্য্য জিনীসটা তো শুধু চামড়ায় থাকে—

বন্দিতা। (সরলার কাছে দৌড়িয়া আসিয়া তার মুখে হাত চাপিয়া) থামো, থামো। তারপর কি আমি জানি— "যার ভেতর সুন্দর সেই সুন্দর" "চক্‌ চক্‌

করলেই সোণা হয় না" এই সব বুলি আওড়াবিতো—তুই এত বড় আচার্য্য হয়ে উঠ্‌লি কি করে ?

সরলা। (হাত সরাইয়া) দেখ বড় দিদিমণি, ছেলে ছোকরার কথা ছেড়ে দাও। তোমাদের বাবা এসে তোমাদের ছুজনকে ভালো ছুটি স্বামী দেখে দেবেন।

নন্দিতা। ছুটো করে স্বামী তো সাম্‌লাতে পারবো না এক সঙ্গে! অন্ততঃ একটির পর একটি—

সরলা। কি যে বল! প্রত্যেকে ছুটো করে কি বলেছি আমি? বরং এক কুড়ি শুয়র চরাবার ভার নিতে পারি তবু ছুটো স্বামী—

নন্দিতা। (হাসিয়া) সে সৌভাগ্য যখন আমাদের কখনো হবে না তখন তাদেরে কি করে সাম্‌লাবো সেই নিয়ে মাথা ঘামিয়ে দরকার নেই! সব প্রস্তুত তো? দরকারী কাপড় চোপড় আর গাড়ী?

সরলা। সময় মত পাবে—কিন্তু জেনে রেখো এসব কিন্তু আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে হচ্ছে।

বন্দিতা। বেচারি সরলা দি—তা তোকে তো এসবে

টেনে আন্‌ছিনা কিন্তু ব্যাপারটা ভালোয় গিয়ে দাঁড়ালে তুমি তো খুসিই হবে।

নন্দিতা। গাড়ী আমাদের জন্য কোথায় অপেক্ষা করবে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছিস্ তো ?

সরলা। ঠিক বলিছি, বড় দিদিমণি। সে সব চিন্তা নেই। দেখ্‌বে সরলা যদিও বুড়ী হতে চল্লো, কাজের বেলায় তার কিছুই ভুল হয় না।

নন্দিতা। বালাই! হাঁ, বুড়ী! বাজে কথা বলিস্ না। দশ বছর আগের চাইতে এখন তুই নিশ্চয় আরো ছোট হয়ে গেছিস্। (দূরে কে ডাকিল সরলা!—সরলা!)

সরলা। ঐ ডাক্‌ছে। দেখি গিয়ে কি চায়।

(নিষ্ক্রান্ত)

বন্দিতা। এখন সুলভা আর বিজলী যদি সে বাড়ীতে যায় তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

নন্দিতা। চুপ! তারা আস্‌ছে।

(প্রত্যেকে একটি বই লইয়া দুই বিপরীত দিকে পড়িতে বসিল। অনাবিলা ও অনাকুলার প্রবেশ। অনাবিলা সন্দেহের চোখে উভয়কে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে লাগিল। দুজনেই বাহির হইয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছে)

অনাবিলা। তোমরা পড়ায় খুব মন দিয়েছ দেখ্‌ছি।

আমরা এখন বেরিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে তোমরা আজকের দিনটা কি করে কাটাবে শুনে যেতে চাই।

নন্দিতা। কিন্তু এত সকালে যাচ্ছেন কোথায় ? তিনটের গাড়ীতে গেলেই তো হতো।

অনাকুলা। (দ্রুত) ওঃ ! আমরা সে গাড়ীতে যাচ্ছিনা।

বন্দিতা। (আশ্চর্য্য হইয়া) তাহলে এত আগে কেন ?

অনাবিলা। (রাগিয়া) কি বোকা তুই আকুলি। জানিস্ তো আমরা অন্যত্র যাচ্ছি।

অনাকুলা। (নম্রভাবে) ভুলে গেছিলুম দিদি।

অনাবিলা। আমরা চলে গেলে তোমরা কি করে দিন কাটাবে বলতো ? (নন্দিতা ও বন্দিতা পরস্পরের দিকে দোষীর দৃষ্টিতে চাহিবার ভাণ করিল)

নন্দিতা। ওঃ ! এ্যাঁ, আমরা—আমরা একটু বেড়িয়ে আস্‌ব—আর—আর পড়ব—

অনাবিলা। (বিদ্রূপের সুরে) প্রশংসার কথা।

বন্দিতা। (ভ্রুকুটি করিয়া এবং নন্দিতাকে ইঙ্গিত করিয়া) আর স্থূলভাণ্ড বিজলীকে আমরা আস্‌তে বলেছি—আপনারা চলে যাবেন, তাদের সঙ্গে দিনটা কাটানো যাবে।

নন্দিতা। হাঁ—তাইতো—তা আমরা ডেকেছি তাদেরে।

অনাবিলা। তা আবার ভুলে গেছলে! আশ্চর্য্য!

অনাকুলা। তোমরা—তোমরা—কোনো দুষ্টুমি করোনা, কেমন?

বন্দিতা। (হাত তুলিয়া) এমন কথা কি করে কল্পনা কচ্ছেন?

অনাবিলা। হাঁ, সে কল্পনা করা যে খুবই শক্ত।

(টেবিলের কাছে গিয়া কাগজপত্র গুছাইতে লাগিল)

অনাকুলা। (নিম্নস্বরে) মনে রেখো তাঁর কথা যিনি সীমাহীন অনন্ত বারি রাশির ও পারে—

অনাবিলা। (মাটিতে পদাঘাত করিয়া) বিলেতে—-আকুলি!

অনাকুলা। (চমকিয়া) তুমি শুনেছ মনে করিনি, দিদি।

অনাবিলা। চল্, দেরী হয়ে যাচ্ছে।

নন্দিতা। আমার ঐ জিনীসটা আন্‌বেন মনে করে? বিশেষ দরকার।

বন্দিতা। আর আমার লেইশ আর ফিতা।

অনাবিলা। (দ্রুত) তার সময় পাব বলে মনে হয় না।

নন্দিতা। সময় পাবেন না?

বন্দিতা। এত আগে গিয়েও?

নন্দিতা। গতকল্য যে বল্‌লেন অনেক সময় থাক্‌বে হাতে।

অনাবিলা। (তীক্ষ্ণ ভাবে) গতকল্য আর আজ এক কথা নয়, হঠাৎ নূতন কাজ পড়েছে।

অনাকুলা। হাঁ, তাই আমরা—

অনাবিলা। (তীক্ষ্ণ ভাবে) দোকানে ঘোরাঘুরি করবার সময় পাব না। আয়, আকুলি, তাড়াতাড়ি।

নন্দিতা। (ঘড়ীর দিকে তাকাইয়া) ছুটোর গাড়ীতে গেলেও তো যথেষ্ট সময় রয়েছে।

অনাকুলা। (নিরুপায় ভাবে একবার তার বোন, একবার বন্দিতার দিকে চাহিয়া) কিন্তু আমরা তো—

অনাবিলা। (মাটিতে পদাঘাত করিয়া এবং অনাকুলার বাহু ধরিয়া) আয় আকুলি।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

নন্দিতা। (হাসিয়া) বেচারী অনাকুলা! সব ফাঁস করে দিচ্ছিল আর কি!

বন্দিতা। বুড়ী ডাইনী ছুটো! দিন রাত গুপ্তচরের মত চৌকি দিচ্ছে। সত্যিকার কিছু দেখিয়ে দিতে ইচ্ছা হয়।

নন্দিতা। এখন হাতে যে কাজ নিয়েছি সেই কথা ভাব,

এতে আমরা সফল হলে তাদের খুব শিক্ষাটা হবে—বাকী দিন আর আমাদের জ্বালাবে না।

বন্দিতা। সফল যদি না হয় তাহলে বাস্তবিক সত্যি সত্যি আমি কিছু করে বস্‌ব, তা দিদি তুই দেখে নিস্‌। (জানালা দিয়া বাহিরে চাহিল) চলে গেছে দূরে—এখন যা করব সব ঠিক ঠাক করে নিতে হচ্চে। (দরজার দিকে গেল)

নন্দিতা। (অনুরোধ করিয়া) সে সব হয়ে যাবে।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(লাবণ্যপ্রভার বাড়ী ; টেবিল চেয়ার ইত্যাদি)

লাবণ্য। (ঘড়ীর দিকে চাহিয়া) তারা শীগ্‌গীরই এসে পড়বে। (জানালার কাছে গিয়া) এখনো দেখা যাচ্ছে না। বুড়ীদের উপর এই উৎপাত কচ্ছে শুন্‌লে, ওদের বাবা কি বলবে! (বাহিরে শব্দ শোনা গেল) ঐ এসেছে তারা! (দরজা খুলিল) এই তো আস্‌ছি, নন্দিতা।

(নন্দিতা ও বন্দিতার প্রবেশ ; নন্দিতার হাতে একটা ব্যাগ্‌ তাহা টেবিলের উপর রাখিল)

নন্দিতা। তা বৌদি, এসে তো পড়িছি। কেমন চল্‌ছে সব ?

(গায়ের আলোয়ান ইত্যাদি ছাড়িতে লাগিল)

লাবণ্য। বেশ চল্‌ছে।

বন্দিতা। কেউ আসেনিতো এখনো ? এর আগেই আসতে চেয়েছিলুম, পথে মটর গাড়ীর যা দুর্দ্দশা উপস্থিত হলো।

লাবণ্য। কেউ আসেনি এখনো—এখনো অনেক সময়

আছে। রেল গাড়ী ঠিক আস্‌লেও আরো দশ মিনিট হবে তাদের।

বন্দিতা। (ইতিমধ্যে তারা ব্যাগ হইতে খুলিয়া পুরুষোচিত পোষাক যা বাকী ছিল তা পরিতে পরিতে এক জোড়া করিয়া গোঁফ ও লাগাইল) তাহলে তোমার রামু ও মাধু চাকরকে আজ ঠিক দূরে পাঠিয়ে দিয়েছ তো ? দেখ তো বৌদি তোমাদের নূতন চাকর দুটিকে কেমন দেখাচ্ছে ?

লাবণ্য। বাস্তবিক, একটুও চেনা যাচ্ছেনা ! আমার চাকর দুটো যদি তোদের মত এমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হতো তো কথাই ছিলনা।— শিক্ষয়িত্রীরা একবার এসেছে বটে এই বাড়ীতে কিন্তু চাকরদেরে কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চয় লক্ষ্য করে দেখেনি।

বন্দিতা। এখনো শেষ হয়নি। (উভয়ে সময়োচিত মন্তব্য করিতে করিতে তাহাদের ছদ্ম বেশ শেষ করিল)

লাবণ্য। কিন্তু, ভাই নন্দিতা, এমন সং সাজলি, কি লজ্জার কথা !

বন্দিতা। ঠিক সেজেছি কিনা তাই বল।

নন্দিতা। শিক্ষয়িত্রী দুটির সঙ্গে যতদূর সম্ভব খারাপ

ব্যবহার করা যাবে, অন্যের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে—দেখি তারা কি বলে।

বন্দিতা। তোমাদের নীচের দোকান দেখলুম বন্ধ—আমি আজ মাধুর বদল বসে গিয়ে পুরুষদের কাছে জিনীস বিক্রী করি—বেশ মজা হবে!

লাবণ্য। (আতঙ্কিত) না, না, এও কি হয়!

নন্দিতা। দাওনা, বৌদি, একদিনের জন্য দোকানদার সেজে দেখিনা কেমন লাগে।

লাবণ্য। নন্দিতা, তোরা যে অবাক করলি ভাই! তোদের বাবা যদি এসে শুন্‌তে পান তাহলে বল্‌বেন কি?

বন্দিতা। দাওনা বৌদি দোকানটা খুলে।

লাবণ্য। না, সে হয় না!

নন্দিতা। দেখ, রাগ করোনা, দেখো তোমাদের খরিদদার আমাদের ব্যবহারে খুবই বেড়ে যাবে।

বন্দিতা। (জানালা দিয়া চাহিয়া) তারা আস্‌ছে! তারা আস্‌ছে! (নাচিতে নাচিতে নন্দিতাকে জড়াইয়া ধরিল) এই তো মজা আরম্ভ হ'চ্ছে আর কি! বৌদি, তুমি এই ব্যাগ আর কাপড় চোপড়-গুলা সরিয়ে ফেল্‌। (সকলে জিনীসগুলি দ্রুত সংগ্রহ

করিল—লাবণ্য সেগুলি সরাইয়া রাখিয়া তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিল)

নন্দিতা। আশা করি ঠিক্ ঠিক্ করে যেতে পারব সব —কেমন যেন ভয় ভয় কচ্ছে! (দূরে গাড়ীর বেল)

বন্দিতা। ঐ এল! তুই দরজায় যা, দিদি, দেখিস্ গলার আওয়াজটা কিন্তু বদলিয়ে ফেল্‌তে হবে। (নন্দিতা নিষ্ক্রান্ত) খেতেতো বলা হবে কিছু ওদেরে—কি কি করা হয়েছে বল তো বৌদি?

লাবণ্য। ওঃ! আমার বুক যে কাঁপ্‌ছে! তোদের দাদা এসে জান্‌লে কি বল্‌বেন!

বন্দিতা। সে ভেবোনা! তোমার কড়া শাসনে বেচারীর মুখেতো রা'টিও দেখিনা। (বাহিরে কথার শব্দ) ঐ তারা আস্‌ছে!

লাবণ্য। (দ্রুত উঠিয়া) চা আছে, সরবৎ আছে, কেইক আছে, সবই তোদের নির্দ্দেশ মত করে রাখা হয়েছে। দেখিস্, বাপু আমি কিন্তু এ সবে নেই।

বন্দিতা। এই তারা আস্‌ছে!

(দরজা খুলিয়া গেল—অনাবিলা অনাকুলার প্রবেশ, লাবণ্য তাহাদিগকে অভিবাদন করিল)

অনাবিলা। কেমন, ভাল তো? সব ফিট্ ফাট্ দেখ্‌ছি—কেউ আসবে নাকি?

লাবণ্য। হাঁ, আসবার তো কথা ছিল। আমি ছিলুমনা বাড়ী। (বন্দিতার প্রতি) কি রে মাধু, দেখ্‌লি কেউ এলো কিনা?

বন্দিতা। মটরমে দো ল্যাড়কি আয়া, উস্কোবাদ ঘোড়ে পার আয়া দো ছোক্‌রা, সব কাঁহা চলা গিয়া—ফিন্ লোট্‌কে আনেকা বাত থা।

অনাবিলা। তাদের সঙ্গে আমাদের কথা আছে। এখানেই অপেক্ষা কচ্ছি, আস্‌লে জানাবে।

নন্দিতা। হিয়া আয়েগা, দেখা তো হোবেই করবে।

লাবণ্য। আপনারা এসেছেন, একটু চা টা খেয়ে যাবেন। (নিষ্ক্রান্ত)

নন্দিতা। আবি লা দেঙ্গে?

অনাকুলা। (বিরক্তির সুরে) ওঃ তা আনো না! ভারি ক্লান্ত হয়েছি।

বন্দিতা। বয়ঠিয়ে, বয়ঠিয়ে! (বন্দিতা একটা পা ভাঙ্গা চেয়ার আনিয়া অনাবিলাকে বসিতে দিল, নন্দিতা একটা তলাবিহীন কাপড় ঢাকা চেয়ার অনাকুলাকে বসিতে দিল। উভয়ে বসিয়া পড়িয়া গেল)

নন্দিতা ও বন্দিতা } হারে, ভাঙ্গা কুরসি হায়! ই ফেলিকা কাম হ্যায়।

অনাকুলা। (অন্য চেয়ারে বসিয়া) বাস্তবিক, বড় ক্লান্ত হয়েছি।

অনাবিলা। (বসিয়া) বাজে কথা। কি করে ক্লান্ত হলি?

অনাকুলা। হয়েছি তো। টেনে হিঁচ্‌ড়ে নিয়ে এলে।

অনাবিলা। আচ্ছা, একটু চা দিতে পার ওকে। আমি চা খাইনা।

বন্দিতা। থোড়া সরবৎ?

অনাবিলা। তা চলে।

বন্দিতা। আউর ক্যায়া লায়েঙ্গে, কেইক?

অনাবিলা। তা আন্‌তে পার?

অনাকুলা। কিসে তৈরী?

বন্দিতা। ইয়া অ্যাণ্ডা ময়দা—

অনাকুলা। না, না ও চল্‌বে না। তুমি কেইক আন্‌তে বল্লে কেন, দিদি, জানো তো এ আমার সয়না।

অনাবিলা। চুপ্ কর, আকুলি। আমি তো আগে বলিনি আন্‌তে। সয়না! তোর আবার সয়না কোন্‌টা। হজম শক্তিতে উট্ পক্ষীও হার মানে তোর কাছে, আর সে জানিস্ তুই।

অনাকুলা। কে বল্লে! ভারি নিষ্ঠুর তুমি! জানো তো ডাক্তার বল্ বলেছে আমার স্বাস্থ্য খুব খারাপ।

অনাবিলা। ডাক্তার বল্ একটী বোকা—তোরি জুড়ি!

অনাকুলা। (রাগিয়া) ওঃ! তুমি অমন বর্ব্বরের মত ভাষা ব্যবহার কর কেন? আর এই চাকর দুটোর সাম্‌নে! ভারি অন্যায়, দেখ তারা হাস্‌ছে!

বন্দিতা। ক্যায়া দিল্‌লাগি কর্‌নে লাগা!

নন্দিতা। ক্যা মজাক কাররোহি তোম!

অনাবিলা। কি অসভ্য চাকর দুটো!

অনাকুলা। হবে না! যেমন দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছো!

অনাবিলা। চুপ্ কর আকুলি। (ঘড়ী দেখিয়া) ওরা এখনো আসছেনা কেন!—বা, নাকে চোখে জল যে! তোর মত কাঁদতে দেখিনি কাউকে। নিশ্চয় তুই আবার দ্বিতীয় শৈশবে উপস্থিত হয়েছিস্।

অনাকুলা। তুমি ভারি—ভারি নিষ্ঠুর দিদি। (ফুঁফাইয়া কাঁদিয়া) তোমার সঙ্গে না এসে সহরে গেলেই ভাল কর্ত্তুম।

অনাবিলা। তুই যে রকম জ্বালাচ্ছিস্, আমারো সেই ইচ্ছা হয়ে উঠ্‌বে দেখ্‌ছি।

(নন্দিতা চা ও বন্দিতার সরবৎ লইয়া প্রবেশ)

অনাকুলা। (এক চুমুক চা খাইয়া পেয়ালা ছুড়িয়া ফেলিয়া লাফাইয়া উঠিয়া—পেয়ালা ভাঙ্গিয়া গেল) এঁ্যা, ঝাল! লঙ্কার ঝাল! উঃ উঃ!

অনাবিলা। (প্রায় একই সময়ে—এক চুমুক সরবৎ খাইয়া) এঁ্যা! ময়দা গুলা! ময়দার সরবৎ! ছিঃ ছিঃ ছিঃ!

(টেবিলে গ্লাস রাখিয়া দিল)

বন্দিতা। আরে ফেলিকা সর্দ্দি হুয়া, উস্কোওয়াস্তে চা কি সাথ মর্‌চা জ্বাল দিয়াথা, ভুল্‌সে হাম ওহি লায়া।

নন্দিতা। পাকানেকো ওয়াস্তে ময়দা গোলকে রাখা, হাম সামঝ্‌ লিয়া ঘোলকা সরবৎ—ভুলসে ওহি লায়া।

(অনাবিলা ও অনুকুলা চোখ কট্‌ মট্‌ করিয়া চাহিল—বন্দিতা হাসিয়া বাহির হইয়া এক প্লেইট কেইক দিয়া উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

অনাকুলা। কি ভয়ঙ্কর স্থান! দিদি, তুমি কেন এখানে আমাকে অপমান করাতে নিয়ে এলে? আমি এক্ষনি—

অনাবিলা। চুপ্ কর্! গোল করিস্‌নে, ওদের মুনিবকে বল্‌ব। এখন চুপ্ করে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে যেতে হবে তো! ওঃ! কি ভয়ানক পাজি চাকর দুটো! আবার হেসে চলে গেল। (বাহিরে হোঃ হোঃ হাসি)

অনাকুলা। কিন্তু ক্ষুধায় পেট জ্বলে যাচ্ছে যে! কেইকের তো বেশ ভাল গন্ধ বেরিয়েছে।

(অনাকুলা নিজের দিকে কেইকের প্লেট্ টানিয়া লইল— অনাবিলা উঠিয়া আবার তাহা নিজের দিকে নিয়া আসিল। উভয়ে তাড়াতাড়ি মুঠা ভরিয়া কেইক্ লইয়া খাইতে প্রবৃত্ত। পিছনে বন্দিতা নন্দিতা প্রবেশ করিয়া চোখের ইসারা করিয়া হাসা হাসি করিতে লাগিল)

অনাবিলা ও অনাকুলা } এঁ্যা, ময়দার ভেতর বালি! খুব আক্কেলটা হয়েছে আজ! ওঃ! পাজি!

অনাবিলা। (নন্দিতা বন্দিতাকে দেখিয়া) কি এইবার! এগুলোওকি ফেলির ঘাড়ে পড়বে নাকি?

নন্দিতা। নেই, নেই। ফেলীকা তৈয়ারী নেহী ঠাক্‌রুণ, বোনাইকো সাথ্ দিল্‌লাগি করণেকোয়াস্তে বানায়া থা, হাম লোক নেহি জান্‌তে থে।

(উভয়ে হাসিয়া নিষ্ক্রান্ত)

অনাকুলা। আর নয়, যথেষ্ট হয়েছে, ওঃ! আমার হৃদয় এবং রুচির পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে। ওঃ!

অনাবিলা। (দৃঢ়ভাবে) দেখ্ আকুলি, তোর দুর্ব্বল হৃদয় আর অরুচির কথাটা আর মুখে আনিস্ না বল্‌ছি। অধর বাবু যে দিন থেকে বলেছেন, সুকুমার দেহ ও স্বাস্থ্য বিশিষ্টা স্ত্রীলোককে তাঁর বেশ লাগে, সে দিন থেকেই তুই এসব বল্‌তে সুরু করেছিস্।

অনাকুলা। এ সত্যি নয়।

অনাবিলা। হাঁ, সত্যি, জেনে রাখিস্, তোর মত বুড়ী ডাইনীর দিকে অধর বাবু ফিরেও তাকাবেন না।

অনাকুলা। (ভীষণ ভাবে) দিদি, যা তা বল্‌ছ তুমি।

অনাবিলা। (শান্তভাবে) কাজেই তাকে ভুলোবার জন্যে যে কেন তুই বৃথা সময় নষ্ট কচ্ছিস্ জানি না।

অনাকুলা। (লাফাইয়া উঠিয়া) একেবারে অসহ্য হয়ে উঠেছি! উঃ! শীগগীরই জলে ডুবে মর্‌ব আমি জানি।

অনাবিলা। দেখ্, আকুলি, তোর হৃদয় আর তোর পে—

অনাকুলা। (চীৎকার দিয়া কাণে আঙ্গুল দিয়া) থাম, দিদি!

ঐ ভীষণ বিশ্রী শব্দটা আর যেন আমাকে শুন্‌তে না হয় !

অনাবিলা। বেশ ! তোর হৃদয় আর বক্ষ নিম্ন দেশ কিছু মাত্র দুর্ব্বল নয়। তোর মেজাজই যা খারাপ !

অনাকুলা। তোমার চিরকালই আমার উপর ঈর্ষ্যা ! তোমার মত বুড়ী হইনি কিনা ?

অনাবিলা। চুপ্ কর, আকুলি। বক্‌বক্ করিস্‌নে। (ঘড়ীর দিকে চাহিয়া) সাড়ে তিনটা হয়েছে, মেয়েরা এখনি এসে পড়বে। কে জানে তারা আগেই এসে পড়েছে কিনা, এবং আমাদের দেখে ফেলেছে কিনা। বাড়ীর গিন্নীও আসছে না যে ! কিই বা আস্‌বে, যা খাওয়ালে ! পাজি চাকর দুটোই হয়ত—(বাহিরে শব্দ—"এদিকে আসুন") এই হয় মেয়েগুলো, নয় ছোকরা দুটো এসেছে। এখন তোর কাঁদা থামাতো। চোখ মুখ মুছে ফেল্।

(নন্দিতা দরজা খুলিল। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী ও শ্রীমতী তরলার প্রবেশ, দু'জনের পুরুষোচিত চেহারা এবং গলার স্বর। অনাবিলা এবং অনাকুলা পরস্পর পরস্পরকে ইঙ্গিতে জানাইল "তারাই এসেছে")

হিরণ্ময়ী। নিমন্ত্রিতরা এসেছে সব ?

নন্দিতা। ই দোনো আয়া, আউর কোই নাহি আয়া।

হিরণ্ময়ী। আমরা তো থাক্‌তে পারব না বেশীক্ষণ, অন্যত্র দরকার আছে। তাদের সঙ্গে ফিরে এসে দেখা হবে।

বন্দিতা। আপ্‌ লোক্‌কোয়াস্তে চা লে আতে।

(বন্দিতা ও নন্দিতা গিয়া চা, কেইক ইত্যাদি নিয়া আসিল, অতিথিরা তা আরামের সহিত খাইতে লাগিল ; অনাবিলা অনাকুলা পরস্পর চাওয়া চাওয়ি করিতে লাগিল)

হিরণ্ময়ী। (বন্দিতার প্রতি) দেখ, তরলার একটু বদ্‌ অভ্যাস আছে—সিগারেট—একটা দেশলাই এনে দাও তো।

(বন্দিতা দেশলাই দিল—তরলা সিগারেট ধরাইতে প্রবৃত্ত। নন্দিতা বন্দিতা বাহির হইয়া আড়াল হইতে দেখিতে লাগিল)

অনাবিলা। (উঠিয়া গম্ভীর ভাবে) এসব হতে পারবে না। ধূমপান সম্বন্ধে আমাদের দুজনেরই আপত্তি আছে। (তরলা অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল)

হিরণ্ময়ী। (চোখে চশ্‌মা আঁটিয়া বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া দেখিয়া) আপনারা কে ?

অনাবিলা। (অগ্রসর হইয়া) তাতে তোমাদের কোন

দরকার নেই, অন্ততঃ বর্ত্তমানে। আমি তোমাদের বল্‌ছি যে সব কু অভিসন্ধি করেছ তোমরা, আমি তা ভণ্ডুল করে দিতে এসেছি। (আরো উত্তেজিত হইয়া) তোমরা কে আমরা জানি—কাজেই এখন যত শীঘ্র তোমাদের পরচুলা এবং ছদ্মবেশ ত্যাগ কর ততই ভালো!

তরলা। (চীৎকার করিয়া হাসিয়া উঠিয়া) বেশ বলেছ বুড়ী! পাগল নাকি?

হিরণ্ময়ী। (এখনো চশমার ভিতর দেখিয়া) মৌলিকতা আছে বুড়ীর। হয়তো আমাকে চিন্‌তেও পারেন—আমি শ্রীমতী হিরণ্ময়ী—বিলাসপুর হাউসের, আর এটি হচ্ছে আমার ননদ।

অনাবিলা। মোটেই চিনিনা। তোমরা এসেছ আমার ছাত্রী দুটির সঙ্গে গোপনে দেখা কর্ত্তে। এখনি যদি ছদ্মবেশ না ছাড় তোমরা তাহলে আমি পুলিশ ডেকে তোমাদের কাপড় খুল্‌ব!

হিরণ্ময়ী। মেয়ে লোকটা দেখ্‌ছি আস্ত পাগল! লাবণ্য দিদি কোথায়?

অনাবিলা। আমি আস্ত পাগল নই। আমি মিস্ অনাবিলা দাস—নন্দিতা বন্দিতার অভিভাবিকা।

অনাকুলা। আমি এর ভগ্নী এবং সহকারী অভিভাবিকা।

তরলা। কিন্তু আমি নন্দিতা বন্দিতার মধ্যে কেউ নই!

অনাবিলা। আমরা জানি যে তোমরা ছদ্মবেশী পুরুষ, তাদের সঙ্গে মিল্‌তেই এসেছ এখানে।

তরলা। (সমুচ্চ হাসি) বাঃ রে! হোঃ! হোঃ! হোঃ! মজা বেড়ে যাচ্ছে যে!

হিরণ্ময়ী। তুই যানা ভাই, লাবণ্যদি'কে ডেকে আন্।

তরলা। (চোখ মুছিয়া) আরে এখনো থামিয়ো না, বেশ চল্‌ছে, চলুকনা আরো!

(নন্দিতা ও বন্দিতার প্রবেশ)

হিরণ্ময়ী। ডাকো তো একজন লাবণ্য দিদিকে, আর একজন এখানে থাকো।

অনাকুলা। দিদি, সাবধান! হয়ত তাদের কাছে পিস্তল আছে, আমাদের গুলি করবে!

অনাবিলা। চুপকর আকুলি। দুর্বৃত্ত হলেও এতটা সাহস পাবেনা তারা।

তরলা। বুড়ী, সাবধান. একটু বাড়াবাড়ি হচ্ছে কিন্তু।

অনাবিলা। সাবধান হওয়া উচিত তোমারই, ছোঁড়া। তুমি মনে কর আমি এ সম্বন্ধে কিছু জানিনা!

তোমাদের চিঠি সব দেখেছি আমি।— (জোর দিয়া পৃথক পৃথক উচ্চারণ করিয়া বলিল) কেমন হয়েছে এখন! (অবাক হইয়া হিরণ্ময়ী ও তরলা পরস্পরের দিকে চাহিল) কি? বিস্মিত হচ্ছ? এতটা ভাবনি তোমরা, না? আমার বুদ্ধিটা যে এত তীক্ষ্ণ তা মনে করনি। কিন্তু এবার ধরা পড়েছ!

হিরণ্ময়ী। (আতঙ্কে) বলে কি! কি করে বস্‌বে ঠিক নেই। (লাবণ্যপ্রভার প্রবেশ) লাবণ্য দি, তুমি এই ব্যক্তিটিকে অনুরোধ করে বল্‌বে সে তার চেয়ারে ফিরে যাক; এখানে দাঁড়িয়ে আমাদের বিরক্ত করে না যেন।

অনাবিলা। (লাবণ্যের প্রতি) এই মহিলাবেশধারিণীরা মহিলাই নয়, এরা একজোড়া বদমায়েস, লোক ঠকাতে চাচ্ছে, আমাদের ছাত্রীদের সঙ্গে তারা মিল্‌তে এসেছে। আমি বলছি এখনি পুলিশ ডাকা হোক্ এবং এদের কাপড় চোপড় খুলে ফেলা হোক্। দেখ্‌বেন শাড়ীর নীচে ধুতি কোট বেরিয়ে পড়বে!

অনাকুলা। আরে, দিদি, থামো, থামো।—

(নন্দিতা ও বন্দিতা রঙ্গমঞ্চের পিছনে গিয়া হাসি চাপিবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে ! লাবণ্যের মুখে আতঙ্কে কথা আটকাইয়া গেল। তরলা হেঃ হোঃ করিয়া হাসিতে লাগিল। অনাকুলা কাঁদিতে লাগিল। শ্রীমতী হিরণ্ময়ীকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দেখাইল)

হিরণ্ময়ী। বুড়ীটা আস্ত পাগল, লাবণ্য দিদি। কে এ ?

লাবণ্য। (অত্যন্ত অসোয়াস্তি বোধ করিয়া) আগে একে দেখিনি, আর নিশ্চয় কোন ভুল করেছেন ইনি। নিশ্চয় তোমাকে অপমান করার তার ইচ্ছা ছিল না।

অনাবিলা। কোন ভুল হয়নি বলছি আমি। (চিঠিটা বাহির করিয়া পড়িতে লাগিল) "দুটি মেয়ের ছদ্মবেশে আমরা সেখানে যাব, পাছে তাদের এবার ঠকাতে না পার সেই আশঙ্কায়।" চিঠিতে লেখা আছে তারা এখানে চারটার সময় উপস্থিত থাকবে। এখন জিজ্ঞেস কচ্ছি, এরা কি স্ত্রীলোক ? স্ত্রীলোক আবার সিগারেট খায় কবে থেকে ? স্ত্রীলোক এ রকম ব্যবহার করে কে কবে দেখেছে ?

তরলা। (চোখ মুছিয়া) ওঃ, ওঃ, ওঃ, কি মজার বুড়ী ! হয় তোমার এই মাত্র জন্ম হয়েছে, নয়, স্ত্রীলোকই দেখনি তুমি কোনদিন !

লাবণ্য। (গাম্ভীর্য্যের সহিত) ইনি হচ্ছেন বিলাসপুরের জমিদারের স্ত্রী, আর এটি সেই বাড়ীরই একটি মেয়ে। আমার বাধ্য হয়ে বল্‌তে হচ্ছে আপনি তাদের আর বিরক্ত করবেন না, নইলে এ বাড়ী ছেড়ে যাবেন আশা করি।

অনাবিলা। (ভীষণ ভাবে) আমি তাদের বিরক্ত কচ্ছি বটে! উল্টো, তারাই যে কচ্ছে! তাঁরাই আমার ছাত্রীদের সঙ্গে প্রেম কচ্ছিল এবং আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে তাদের সঙ্গে এখানে মিল্‌তে এসেছে।

হিরণ্ময়ী। (উঠিয়া) লাবণ্য দিদি, এ বেচারি দেখছি সম্পূর্ণ পাগল, আমরা অন্য ঘরে বস্‌তে চাই। (দরজার দিকে গেল)

অনাবিলা। (দরজার দিকে ধাবিত হইয়া) না! না! যেতে পাচ্ছনা এ ঘর ছেড়ে! তোমরা আমার ছাত্রীদের কাছে গিয়ে তাদেরে জানিয়ে দিতে চাচ্ছ যে আমরা এখানে এসেছি।

লাবণ্য। দেখুন আপনাকে বল্‌ছি আমি, আপনি ভয়ানক একটা ভুল কচ্ছেন, আমি এই দুটি ভদ্র মহিলাকেই বিশেষরূপে জানি—আমার নিমন্ত্রণেই তারা এখানে এসেছেন।

অনাবিলা। আমি বিশ্বাস করি না আপনার কথা।

অনাকুলা। দিদি, কথাটা বুঝে দেখ।

অনাবিলা। চুপ্ কর, আকুলি!

লাবণ্য। দেখুন ওরা নিমন্ত্রিতা, আর আপনি এখানে এসেছেন না ডাকা সত্ত্বেও—তাদের আপনি অপমান করবেন এ আমি দাঁড়িয়ে দেখ্ব ভাব্ছেন আপনি? আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে! (অনাবিলা নড়িল না) কি, যাবেন না? রামু, মাধু, বের করে দে একে!

(রামু মাধু তাহাকে দুই দিকে ধরিয়া টানিয়া এবং তরলা পিছন হইতে ঠেলিয়া সারা রঙ্গমঞ্চে তাহাকে ঘুরাইল। অনাবিলা শেষে একটা চেয়ারে বসিয়া দুই হাতে তাহা আঁকড়াইয়া রহিল। অনাকুলা ভয়ানক ভাবে চীৎকার করিয়া উঠিল)

তরলা। কেমন গো বুড়ী, অপমান করার আক্কেলটা কেমন হয়েছে এখন? (অনাবিলা বসিয়া হাঁপাইতে লাগিল, হিরণ্ময়ী তরলা ও লাবণ্য নিষ্ক্রান্ত,অনাকুলা চীৎকার করিতে লাগিল)

অনাবিলা। (ভীষণ ভাবে) চুপ কর্, শুন্লি?

অনাকুলা। পারি না, আমার যে ফিট্ হবে। মূর্চ্ছা যাব আমি। (নন্দিতা ও বন্দিতা দৌড়িয়া অনাকুলার নিকট গেল—একজন তায় চোখে মুখে জল ছিটাইয়া তাকে

একরূপ ভিজাইয়া দিল, আর একজন খবর কাগজ দিয়া ভীষণ ভাবে পাখা করিতে লাগিল) ওঃ! ওঃ! থামো! থামো! তোমরা আমার অবস্থা আরো খারাপ করে দিচ্ছ।

বন্দিতা। আবি আচ্ছা হো যাগা।

নন্দিতা। হাওয়া লাগ্‌নেসে আচ্ছা হো যাগা।

অনাকুলা। আরে! একেবারে সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে দিলে যে! সব গেছে—কাপড় চোপড়! ওঃ! থামো! থামো!

অনাবিলা। (এখনো এত অভিভূত যে নড়িতে পারিল না) চুপ করবি তুই আকুলি?

অনাকুলা। বাঁচাও আমাকে, দিদি। ওরা যে আমাকে মেরে ফেল্লে।

অনাবিলা। চুপ কর্ আকুলি, বলছি আমি। (বাহিরে ডাক—"রামু", "মাধু"!)

নন্দিতা। (দরজায় দৌড়িয়া গিয়া আকস্মিক ভাবে তাহা খুলিয়া খুব ভীত হইয়াছে সেরূপ ভাণ করিল) আপ্‌লোকন কো ইধার নেহি আনা চাহি। (বাহিরে শব্দ—"নয় কেন, সে দুটি এসেছে?" স্ স স্! (বাহিরে ক্রুদ্ধ ভাবে শব্দ—"কি, এসেছে তারা?" অনাবিলা উঠিয়া চুপি চুপি দরজার কাছে গেল) আরে আয়া

নেহি, হাম লোক বল্‌তে। (বাহিরে শব্দ "তারা তো লিখেছে চারটায় এখানে উপস্থিত থাক্‌বো, চল্‌ ঢুকে পড়ি।") নেহি, নেহি।

অনাবিলা। (জোর করিয়া দরজা খুলিয়া ফেলিল) আসুক তারা। এই লক্ষ্মীছাড়া দুটোর জন্যেই আমি অপেক্ষা কচ্ছি। (সুলভা এবং বিজলীর প্রবেশ, অনাবিলা বিস্মিত হইয়া হাঁ করিয়া রহিল) সুলভা! বিজলী!

সুলভা। (বিস্ময়ের ভাণ করিয়া) আপনি এখানে?

বিজলী। (অনাকুলার প্রতি) আর আপনিও! এখানে কি কর্ত্তে এলেন? আমি ভেবেছিলুম সহরে গেছেন।

অনাকুলা। দিদি কিছুতেই গেলনা, তার শাস্তিটা আমার হয়েছে।

সুলভা। নন্দিতা ও বন্দিতা এসেছে কি এখানে?

অনাবিলা। (বুকে বাহু বদ্ধ করিয়া সোজা দাঁড়াইয়া) না, আসেনি, কিন্তু এই এলো বলে।

সুলভা। এলো বলে? তারা কি ভুলে গেছে যে আরো আগেই আমাদের আস্‌তে লিখেছে?

অনাকুলা। দিদি, যেমনটি হয়ে থাকে—আমাদের ভুলই হয়েছে, তুমি বরাবর ভুল করে থাক। এই

ভীষণ স্থানে না থেকে এতক্ষণ আমরা সহরে থাক্‌তুম।

অনাবিলা। আকুলি! চুপ্‌কর!

বিজলী। এ ঘরে আমাদের আস্‌তে বাধা দেওয়া হয়েছে, এ কি রকম! লাবণ্য দিদির কাছে বল্‌তে হবে।

বন্দিতা। মাপ কিজিয়ে, বড়ি আজব তারেকা ই জেনানা—

অনাবিলা। কি বল্‌তে চাচ্ছিস তোরা?

(নন্দিতা তার কপাল ছুঁইল এবং বিজলীকে ইঙ্গিত করিল)

বিজলী। বেশ, সুলভা, চল দেখি গিয়ে বন্দিতা ও নন্দিতা অন্যত্র আমাদেরে খুঁজ্‌ছে কিনা।

অনাবিলা। অন্যত্র পাবে না তাদের।

সুলভা। নয় কেন?

অনাবিলা। নয় কেন? কারণ তারা দুটি যুবকের সঙ্গে এখানে দেখা কর্ত্তে আস্‌বে, সেই কথা আছে। কিন্তু আমরা এসেছি এখানে তাদের ধর্‌তে

সুলভা }
বিজলী } (কৃত্রিম ভীতির সহিত) কি !! অসম্ভব !!

অনাবিলা। (রাগিয়া) অসম্ভব নয়! এ সত্যি। চিঠি রয়েছে আমার কাছে।

বিজলী। সত্যি হোক্ আর না হোক্, আমরা যাচ্ছি আপনার বাড়ীতে। আমি বল্‌ছি এখন বাড়ী ফিরে যান—ফিরে গিয়ে দেখতেও পাবেন আমরা সেখানে আমোদ কচ্ছি। মিছামিছি সন্দেহ আপনাদের।

অনাকুলা। বাস্তবিক, তাই কর তুমি, দিদি! বরাবর আমি এই কথাই বলি।

অনাবিলা। আকুলি, চুপ কর! মিছামিছি সন্দেহই বটে! অকাট্য প্রমাণ রয়েছে, হাতের লেখা! পড় এটা। (চিঠি দিল)

সুলভা। (পড়িয়া) এটা! আপনি কি বলতে চান? (চিঠি ছুড়িয়া ফেলিল) এতেই আপনারা ঠকছেন। হয়ত কোনো দাসীকে লেখা এটা। তাদের সম্বন্ধে এমন সন্দেহ করে আপনাদের লজ্জিত হওয়া উচিত। নিশ্চয় জানি তাদের পিতা এসে এসব জান্‌তে পেলে আপনাদের উপর মোটেই সন্তুষ্ট হবেন না।

অনাকুলা। সেই অন্তহীন অসীম বারিরাশির ওপার থেকে এসে!

অনাবিলা। বিলেত থেকে, আকুলি! (সুলভার প্রতি) আমাদের কর্ত্তব্য কি, বলে দেওয়া তোমার ধৃষ্টতা। অভিভাবকতা কর্ত্তে হয় কি করে সে আর আমাকে এসে তোমার শেখাতে হবেনা।

সুলভা। আয় বিজলী! এখানে কথা কাটাকাটি করে দরকার নেই। ওঁরা নন্দিতা বন্দিতা এবং তাদের কাল্পনিক প্রিয় পাত্রদের জন্যে সারা দিন রাত্ত অপেক্ষা করুন না কেন, আমরা এখানে মিছামিছি সময় নষ্ট কর্ত্তে চাইনা। (দরজার কাছে গেল—পুনঃ অনুসরণ করিয়া) আমার কথা শুনুন, এই গাড়ীতে বাড়ী ফিরে যান, গিয়ে দেখুন তারা বাড়ীতে কিনা। গুপ্তচর-গিরি করা আর সন্দেহ করা ছেড়ে দিন। আমরা মটরে যাচ্ছি, আমাদের সঙ্গে যায়গা হবেনা—আপনি রেলেই যান।

(উভয়ে নিষ্ক্রান্ত)

অনাকুলা। হাঁ, হাঁ, তাই কর দিদি, চল এখনো গাড়ীর সময় আছে।

অনাবিলা। (ধীরে ধীরে) চল্ বাড়ী, গিয়ে যদি সেখানে

তাদের না পাই তাহলে তাদের রাখ্‌তে পারবনা, তাদের পিতাকে এ কথা পরিষ্কার জানিয়ে দেব।

অনাকুলা। কিন্তু সেই সীমাহীন অনন্ত বারিরাশির ওপারে তো তাদের—

অনাবিলা। বিলেতে, আকুলি! যদি দেখি তারা আমাদিগকে ঠকিয়েছে, অন্য কোথাও ঠিক করে তাদেরে সেখানে দিয়ে দেবো।

(লাবণ্যপ্রভার প্রবেশ)

লাবণ্য। শ্রীমতী হিরণ্ময়ী আপনার অদ্ভুত ব্যবহারে ভারি রেগেছেন, তিনি পুলিশের হাতে দেবেন বলে শাসিয়ে গেছেন।

অনাকুলা। (চীৎকার করিয়া) পুলিশ! দিদি, হয়েছে তো! এখন জেলে যাবে!

অনাবিলা। চুপ কর আকুলি।

অনাকুলা। ওঃ তুমি যে জেলেই যাবে, ঠিক যাবে! সকলের সঙ্গে এমন ব্যবহার করার ফল! ঠিক হয়েছে এবার।

অনাবিলা। (ভীষণভাবে) চুপ্‌ কর্‌, আকুলি। অদ্ভুত

বাড়ী এটা। চাকর ছুটোর কথা আর কি বল্‌ব।

লাবণ্য। এই অদ্ভুত বাড়ীতে তো কেউ আপনাকে নিমন্ত্রণ করে আনেন নি।

অনাবিলা। আর গিন্নীটিও তেমনি!

অনাকুলা। হুঁ—উঁ—উঁ। দিদি, থামো, শেষে আর এক ফ্যাসাদ বাঁধিয়ে বস্‌বে। তাড়াতাড়ি চল, শেষে গাড়ী ধরা যাবে না।

অনাবিলা। চুপ কর্ আকুলি। কথা বলবার অধিকার আমার আছে।

লাবণ্য। হাঁ, নিজের বাড়ীতে দাঁড়িয়ে।

অনাবিলা। (দরজার কাছে গিয়া) যাচ্ছি। সেখানে গিয়েই বল্‌ব।

লাবণ্য। বাধিত হলুম। (অনাবিলা নিষ্ক্রান্ত)

অনাকুলা। আস্‌ছি! ওর কথা কাণে তুলবেন না। এই রকমই ও! (লাবণ্য দরজা খুলিয়া ধরিল, তারা চলিয়া গেলে দরজা বন্ধ করিয়া দিল)

লাবণ্য। (চেয়ারে বসিয়া খুব হাসিয়া) হোঃ! হোঃ! মেয়ে ছুটো আজ কি খেলাই দেখালে, ঠিক যেন বাঁদর নাচিয়ে ছাড়লে! তবে ভয় হচ্ছে উনি এসে শুনে না জানি কি বলেন।

(নন্দিতা ও বন্দিতা সাবধানে চারিদিক চাহিয়া প্রবেশ করিল)

বন্দিতা। তারা চলে গেছে, বৌদি ?

লাবণ্য। (উঠিয়া) হ্যাঁ, গেছে ; দেখলুম এই অদ্ভুত জোড়াটিকে—আর একবার নাকি এসেছিল, তখন শুধু বাবুর সঙ্গেই দেখা হয়েছিল।

নন্দিতা। আমাদের এখন তাড়াতাড়ি সরে পড়তে হবে। সুলভা বিজলীও যাচ্ছে। আমাদের জিনীসপত্রগুলো সব কই ?

লাবণ্য। ঐ ঘরে নিয়ে রেখেছি।

নন্দিতা। বেশ, আসছি।

(নন্দিতা ও বন্দিতা নিষ্ক্রান্ত এবং ছদ্মবেশ পরিবর্ত্তন করিয়া পুনঃ প্রবেশ)

বন্দিতা। ধন্যবাদ বৌদি—তোমার সাহায্যের জন্য কৃতজ্ঞ রইলুম। খুব মজা ভোগ করা গেছে !

নন্দিতা। হিরণ্ময়ী শুণে কি হাসিটাই হেসে গেলেন। কিন্তু সুবিধা হলে ওদের আতঙ্ক সৃষ্টি করে তুলবেন বলেও বলে গেলেন।

লাবণ্য। কিন্তু ভাই, তাদের বাবা শুন্‌তে পেলে কি বল্‌বেন ?

বন্দিতা। সীমাহীন অনন্ত বারিরাশির ওপার থেকে? শুনবেন না। শুন্‌লেও হাস্‌তে হাস্‌তে বাবার দম আটকিয়ে যাবে। চল্ দিদি, আর দেরী করলে চলে না! (সকলে দরজার গেল)

লাবণ্য। কিন্তু ভাই, তোদের দাদা এসে কি বলবেন তাই ভাব্‌ছি।

(সকলে নিষ্ক্রান্ত)

তৃতীয় দৃশ্য

(মিস্ অনাবিলা দাসের বৈঠকখানা। নন্দিতা ও বন্দিতা বসিয়া কাজ করিতেছে ; সুলভা ও বিজলী কথা বলিতেছে)

সুলভা। তারা এখনি ফিরবে। সব ঠিক করে এসেছি আমরা।

নন্দিতা। জানি না এ সবের জবাব কি দেবে তারা। শ্রীমতী হিরণ্ময়ীকে আক্রমণ করবার সময় অনাবিলা দাসের মুখ্‌টি যা দেখ্‌তে হয়েছিল সে কখনও ভুল্‌ব না আমি। ব্যাপারটা রীতিমত নাটকীয় হয়ে উঠেছে।

বন্দিতা। (হাসিয়া) একটা নাটক লিখে ফেল্লে হয়।

বিজলী। (কাণ পাতিয়া) ঐ আসছে তারা ! (সকলে কাণ পাতিল—দূরে গলার আওয়াজ)

নন্দিতা। (উঠিয়া দরজার কাছে গিয়া) হাঁ, তারাই, এখন একটু মজা হবে। (দ্রুত কাজে প্রবৃত্ত)

(অনাবিলা ও অনাকুলার প্রবেশ)

অনাকুলা। ঐ তো তারা, দিদি। আমি তো বলেইছি ওরা বাড়ীতেই।

অনাবিলা। (দ্রুত) চুপ্‌ কর্‌, আকুলি ! আমি কাণা নই।

নন্দিতা। সুলভা ও বিজলী অদ্ভুত কথা সব বল্‌ছিল! আপনারা নাকি সহরে না গিয়ে একস্থানে গিয়েছিলেন দুটি যুবকের সঙ্গে আমাদের মিলনে বাধা দিতে। (হাসিয়া) এর মাথা মুণ্ডু আমরা কিছুই বুঝলুম না।

অনাবিলা। (চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া) এই সব বাজে কথা বিশ্বাস ক'রোনা।

বন্দিতা। (মেয়েদের দিকে ফিরিয়া) তাহলে এ সত্যি নয়? ভেবেছিলুম এ হতে পারে না, দুষ্ট মেয়েরা বানিয়ে গল্প করে!

অনাকুলা। না, সত্যি তো!

অনাবিলা। চুপ কর, আকুলি।

অনাকুলা। সত্যি কথা, কেন চুপ করব আমি? কচি খুকী নই যে যা বল্‌বে তাই করব। এ আর আমি সহ্য করে থাক্‌বো না। (রাগিয়া) আমি ভেবেছিলুম সহরে যেতে উনি নিয়ে গেলেন কোথায়! সেখানে ভীষণ পাজি দুটো চাকর লঙ্কার ঝাল দিয়ে আমাকে চা খাওয়ালে, আর ময়দার ভেতরে বালি দিয়ে ভারি কেক্‌ খাওয়ালে।

অনাবিলা। বলে যা, আকুলি, খুব জমে উঠেছে।

অনাকুলা। (দ্রুত) আর দিদি দুটি স্ত্রীলোককে অপমান করলে, তারা গেছে পুলিশ ডাক্‌তে—শীগ্‌গীরই শ্রীঘর বাস হবে বলিছি ওকে। (বসিয়া) কেমন, হয়েছে তো? বলে দিলুম সমস্ত কাহিনী।

নন্দিতা। আমরা যে আরো হতবুদ্ধি হয়ে গেলুম, সেখানে আপনারা গেলেন কি কর্ত্তে?

অনাবিলা। (নাটকীয় ভাবে) এই কর্ত্তে! (চিঠি বাহির করিয়া দিল; নন্দিতা তাহা অনেকটা হতবুদ্ধি ভাবে পড়িল)

নন্দিতা। (পড়িল) "প্রিয়ে, প্রিয়ে, প্রিয়তমে! তোমাদের আত্মীয়া লাবণ্যপ্রভার বাড়ীতে আজ লুকিয়ে যাবে এবং চারটার সময় সেখানে আজ উপস্থিত থাকবে—তোমার এই প্রস্তাব চমৎকার, তোমার বুদ্ধির উপর আমরা সম্পূর্ণ নির্ভর কচ্ছি—সে বুদ্ধির প্রমাণ তুমি ইতিমধ্যেই দিয়েছ, যে দুইটী বুড়ী ডাইনী তোমাদের উপর পাহারা দিচ্ছে, তাদের চোখ এড়িয়ে, দুজন মহিলার বেশ ধরে, আমরা সেখানে উপস্থিত

হব, কি জানি পাছে এবার আর তাদের চোখে ধূলি নিক্ষেপ না কর্ত্তে পার সেই আশঙ্কায়। "য" "ব"কেও এই খবরই দিচ্ছে। হাজার হাজার আলিঙ্গন এবং চুম্বনের পর এখন তাহলে বিদায় নিচ্ছি। প্রেমসাগরে আকণ্ঠ মগ্ন তোমারি "গ"।" (সব মেয়েরা হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিল)

সুলভা। ওঃ! কি চমৎকার! আমাকে যদি এমন কেউ লিখ্‌তো তো বেশ হতো!

বিজলী। হাজার হাজার চুম্বন আর আলিঙ্গন পাঠায়নি কেউ আমাকে এই পর্য্যন্ত। ওঃ, তোদের ভাই কি সৌভাগ্য!

নন্দিতা। খুব চমৎকার। কিন্তু এর মানে কি? (বাহিরের দিকে চাহিয়া চিঠি ফিরাইয়া দিল) লেখা কেউ চেন কি? (সকলে মাথা নাড়াইয়া জানাইল চিনে না)

অনাবিলা। (রাগিয়া) কিছুই যেন জাননা এ ভাণ করে কি ফল! এই চিঠি কোনো পুরুষে লিখেছে তোমাকে, আর এটা (আর একটা বাহির করিয়া) অন্য পুরুষে লিখেছে বন্দিতাকে।

বন্দিতা। (রাগিয়া) তাহলে আমরা আমাদের চিঠি পেলুম না কেন, শুনি? আমাদের চিঠি পত্র পর্য্যন্ত খুলে পড়া হয়, এর চেয়ে নীচতা আর কি হতে পারে!

অনাকুলা। কেমন, বলিনি দিদি?

অনাবিলা। চুপ্ কর আকুলি! কোন চিঠি খুলে পড়তে আমি চাই না, কিন্তু তোমার পিতার প্রতি এ আমার কর্ত্তব্য, যিনি—

অনাকুলা। (দ্রুত কথা কাড়িয়া নিয়া) এখনো সীমাহীন অনন্ত বারিরাশির ওপারে।

অনাবিলা। (মাটিতে পদাঘাত করিয়া) বিলেতে। যিনি তোমাদিগকে আমার অভিভাবকত্বে রেখে গেছেন; তাঁর এবং আমার অজ্ঞাতে কোনো পুরুষের সঙ্গে তোমরা পত্রালাপ না কর এ দেখা আমার কর্ত্তব্য।

বন্দিতা। (রাগিয়া) বাবা ছাড়া কোনো পুরুষ আমার সঙ্গে পত্রালাপ করে না।

নন্দিতা। আমার সঙ্গেও না, তা ছাড়া এ সব চিঠি আমাদের কাছে লেখা হলেও—তা হলেও আমরা বিশ্বাস করি না। তা হলেও কোনো পুরুষের লেখা নয় এ গুলো।

অনাকুলা। দিদি, বলিছি তো আমি ; কিন্তু তবু তোমার সন্দেহ।

অনাবিলা। চুপ কর, আকুলি ! (মেয়েদের প্রতি) মনে করোনা এই সব বাজে কথা আমি বিশ্বাস করব। নন্দিতা আর বন্দিতা ছাড়া "ন" "ব" আবার কারা, শুনি ? আচ্ছা প্রবঞ্চক দুটি ! তোমাদের পিতা তোমাদের আমার কাছে রেখে—

অনাকুলা। গেছেন সীমাহীন অনন্ত বারিরাশির ওপারে।

অনাবিলা। (তার দিকে তাকাইয়া) বিলেতে ; গেছেন বলেই ভাব্‌ছ তোমরা যা খুসি তাই কর্ত্তে পার।

নন্দিতা। (রাগিয়া) না, আপনিই ভাব্‌ছেন যা খুসী তাই কর্ত্তে পারেন আপনি ! মনে কচ্ছেন আমরা দেখিনি, আপনারা যে কেমন চর-গিরি কচ্ছেন আমাদের উপর ? কিন্তু পাননি তো কিছুই এখনো ! (দূরে দূরে সরিয়া গিয়া ঘৃণার ভাব ফুটাইয়া রহিল)

অনাকুলা। বলিনি দিদি ?

অনাবিলা। চুপ্ কর, আকুলি ! পাইনি কিছুই ! এসব তাহলে কি ?

নন্দিতা। কিছুই না

বন্দিতা। কিছুনার চাইতেও কম !

অনাবিলা। (ভীষণ ভাবে) কিছুনার চাইতেও কম ! এসব অহ্বান কিছুই না ? এসব আলিঙ্গন ও চুম্বন কিছুই না ?

অনাকুলা। দিদি, অশ্লীল কথা বলো না !

অনাবিলা। চুপ্ কর, আকুলি ! আমি বল্‌ছি—এই চিঠিগুলো তোমাদের নিকট লেখা হয়েছে, তোমরা যাই বলনা কেন।

নন্দিতা। (কাঁধ নাড়িয়া) বেশ, যা খুসী তাই মনে করে বসে থাকুন আপনি।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা। ঠাক্‌রুণ, "ন" এবং "ব" কে লেখা দুটো চিঠি নাকি ভুল করে এ বাড়ীতে ফেলে গেছে, একটা ছোঁড়া তাই বল্‌ছে আর কাঁদছে ! (সকলে চুপ)

আনাকুলা। (বিজয় গর্ব্বে) কেমন দিদি ! বলিনি আমি তোমাকে ?

অনাবিলা। চুপ্ কর আকুলি ! (সরলার প্রতি) তুই ঠিক বল্‌ছিস্, সে যা বল্‌ছে তা সত্যি ?

সরলা। সম্পূর্ণ সত্যি। আপনি নিজেই এসে তাকে দেখুন না।

অনাবিলা। দেখব, যাচ্ছি। (অনাবিলা ও সরলা নিষ্ক্রান্ত)

নন্দিতা। (অনাকুলার প্রতি) আপনিও যান না কেন? নিঃসন্দেহ হয়ে আস্‌বেন।

অনাকুলা। তা যাই, দিদি ভারি ভুল করে।

(নিষ্ক্রান্ত)

(মেয়েরা সবেই চাপা রহস্যের ভাণে ভরপূর)

বন্দিতা। (চোখ মুছিয়া) ওঃ, কি মজা!

সুলভা। ছেলেটা কে?

বন্দিতা। একটা ছোট্ট বেশ চালাক ছোকরা, শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়েছি। কি জন্য যে হচ্ছে কিছুই না বুঝেও সে চমৎকার অভিনয় কর্ত্তে পেরেছে। ভেবেছিলুম এ দিয়েই মধুরেণ সমাপয়েৎ করা যাবে। ওঃ, কি দিনটা আমাদের যাচ্ছে!

নন্দিতা। এ পর্য্যন্ত কোথাও এসে এতটুকুও ঠেক্‌তে হয়নি।

বিজলি। আশা করি এতেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়ে যাবে।

বন্দিতা। নিশ্চয় হবে, এমন বোকাই বনেছে যে আর

দ্বিতীয়বার চেষ্টা করবে কোন্ মুখে। আর করলেও আজকের কথাই মনে করিয়ে দেবো।

নন্দিতা। এখন কি হচ্ছে দেখ্‌তে পারলে হতো।

বন্দিতা। আশা করি ফট্‌কে আমাদের মুখ রাখবে। ও যদি ধরা পড়ে তাহলে আর আমাদের রক্ষা নেই।

(দ্রুত অনাকুলার প্রবেশ)

অনাকুলা। (উত্তেজিত ভাবে) কেমন! পরের চিঠি খুলে বিপদে পড়বে বলিনি এ কথা দিদিকে আগেই!

বন্দিতা। ওঃ! তাহলে এগুলো পরের চিঠি এটা স্থির করেছেন আপনারা!

অনাকুলা। নিশ্চয়! আমি বরাবর তাই স্থির করেছিলুম। (অনাবিলার প্রবেশ) আমি তো বলিছি, দিদি, এদের চিঠি নয় এসব।

অনাবিলা। চুপ কর, আকুলি! বলিস্ নি তুই, আমারি মত তুইও মনে করেছিলি? এখন আমার উপর ফেল্‌ছিস্ সব, তোর জন্তে লজ্জা হয়।

অনাকুলা। বেশ, সেই ভীষণ বাড়ীতে যেতে বলেছিলুম

আমি ? আমি সহরে যাবার কথা বলিনি ? ঐ নির্দ্দোষ মহিলাদের অপমান আমি করিছি ?

অনাবিলা। চুপ কর আকুলি ! (মেয়েদের প্রতি) দেখা যাচ্ছে চিঠিগুলো তোমাদিগকে লেখা হয়নি !

নন্দিতা। কি আশ্চর্য্য !

অনাবিলা। কাজেই সে সব কথা থাক্ এখন।

বন্দিতা। (শান্ত ভাবে) সে—কি—করে—হবে।

বিজলি। যে-সব ঘটেছে তার সাক্ষী আমরা।

সুলভা। আর যে ভাবে এদের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন আপনারা, সে সম্বন্ধে আমরা আমাদের অভিমত দিতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

অনাবিলা। তোমাদের অভিমত এখনো চাওয়া হয়নি। (বন্দিতার প্রতি) আমি যা কর্ত্তব্য ভেবেছি তা নিয়ে আশা করি তোমরা নির্ব্বোধের মত ব্যবহার কর্ত্তে চাচ্ছনা।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা। (বুকে হাত দিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে) ওঃ ঠাকৃরুণ, নীচে একজন পুলিশ দাঁড়িয়ে—আপনাদের দুজনেরই জন্যে এসেছে। (ভীষণ ভাবে অনাকুলা চীৎকার করিতে লাগিল)

অনাবিলা। চুপ কর আকুলি! সে কি চাচ্ছে, সরলা?

সরলা। সে বল্‌ছে আজ বিকেলে লাবণ্যপ্রভার বাড়ীতে যে স্ত্রীলোক দুটী গিয়েছিল তাদের চাচ্ছে সে।

অনাকুলা। (লাফাইয়া উঠিয়া) আমি যাবনা, আমি যাবনা। এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

অনাবিলা। (ভীষণ ভাবে মাটিতে পদাঘাত করিয়া) চুপ কর আকুলি।

অনাকুলা। চুপ করব না। সব তোমারি দোষ। তুমি যাবেই, শেষে স্ত্রীলোক দুটিকে অপমান করলে! এর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, আমি কিছুতেই যাব না। (বেগে ধাবিত হইয়া পর্দ্দার আড়ালে নিজকে অধিষ্ঠিত করিয়া—কাঁদিয়া ও বিলাপ করিয়া যাইতে লাগিল)

অনাবিলা। নীচে গিয়ে পুলিশকে বল যে সে ভুল বাড়ীতে এসেছে। (সরলা নিষ্ক্রান্ত—সমস্ত নীরব, অনাকুলার ফোঁপানি আর বিলাপ ছাড়া। অনাবিলাকে ভীষণ ক্রুদ্ধ দেখাইল, সে আঙ্গুলে আঁচল প্যাঁচাইতে লাগিল। মেয়েরা ভয়ের ভাণ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল)

নন্দিতা। (অনাবিলার প্রতি) ব্যাপার যে গুরুতর হয়ে উঠলো মনে হচ্ছে।

অনাকুলা। (পর্দ্দার আড়াল হইতে) সব ওরি দোষ।

অনাবিলা। চুপ কর আকুলি! (শান্ত ভাব ধারণ করিয়া) ব্যাপার গুরুতর কিসে হলো তাতো বুঝিনা আমি। সব বাজে, লোকটাকে শীগ্‌গীরই ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা। (দৃশ্যতঃ অত্যন্ত শঙ্কিত) ওঃ! ঠাক্‌রুণ! সে বল্‌ছে এই বাড়ীই খানাতল্লাস কর্ত্তে অস্‌ছে সে।

অনাকুলা। (ভীষণ ভাবে) দরজা বন্ধ করে দাও, বন্ধ করে দাও।

অনাবিলা। চুপ কর আকুলি। বল্‌ তাকে, দশটি টাকা দেওয়া যাবে—সে চলে যাক্‌।

(সরলা নিষ্ক্রান্ত—সব চুপ চাপ)

বন্দিতা। (দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিয়া) মনে হচ্ছে, ভারি—ভারি গুরুতর হয়ে উঠ্‌ছে ব্যাপার।

(সরলার প্রবেশ)

সরলা। ওঃ ঠাক্‌রুণ, এতে আরো খারাপ হলো। সে ভারি ক্ষেপে উঠেছে—বল্‌ছে ঘুষ দিবার অভিযোগ আন্‌বে আপনার বিরুদ্ধে!

অনাকুলা। বলিনি, দিদি—সব তোমার দোষ?

অনাবিলা। চুপ কর আকুলি! কি জন্য চাচ্ছে সে আমাদের?

সরলা। তার সঙ্গে যেতে হবে আপনাদের, গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে—স্বেচ্ছায় না গেলে হাতকড়ী দেখালে—পরিয়ে নেবে। (অনাকুলার চীৎকার, মেয়েরা উঠিয়া পরস্পর পরস্পরকে জড়াজড়ি করিতে লাগিল। ভীতির ভাণ করিল)

অনাবিলা। (চেয়ারে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া চাপিয়া ধরিল) আমি যাব না।

সরলা। যেতেই হবে—নইলে বাঁশী বাজিয়ে অন্য লোক এনে টেনে নিয়ে যাবে বল্‌ছে! সে নিজেও কম জোয়ান না!

অনাবিলা। আমি যাব না। (শক্ত করিয়া চেয়ার চাপিয়া ধরিল)

সরলা। সে বল্‌ছে যেতেই হবে।

অনাবিলা। আমি বল্‌ছি যাবই না!

সরলা। (মাথা নাড়িয়া) শেষে টেনে হিঁচ্‌ড়ে নেবে সেটা ভালো হবে না, ঠাকুরুণ!

অনাবিলা। কোনো পুরুষ ছুঁতে পারবে না আমাকে।

অনাকুলা। ছুঁবেই! যেতে হবে তোমাকে, দিদি! তুমি গেলে আমার না গেলেও চল্‌বে, আমি

তো কিছু করি নি। এমন স্বার্থপর হয়োনা দিদি।

অনাবিলা। চুপ্ কর্, আকুলি।

নন্দিতা। আমরা চার জনেই নীচে গিয়ে পুলিশের লোকের সঙ্গে দেখা করব, দেখি কি জন্যে এসব হচ্ছে। আপনারা—আপনারা সে বাড়ী থেকে কিছু নিয়ে আসেন নি তো—অবিশ্যি ভুল করে?

অনাবিলা। নন্দিতা !!

সরলা। ওঁরা নাকি দুটি বড় ঘরের স্ত্রীলোক—অপমান করে এসেছেন, তারি জন্যে।

অনাকুলা। (চীৎকার করিয়া) আমি করিনি, আমি করিনি। ওকে বল্ আমি একটি কথাও বলিনি। দিদিই সব করেছে।

অনাবিলা। চুপ্ কর, আকুলি।

নন্দিতা। যাক্, আমরা দেখি গিয়ে কি করা যায়।

(বালিকা চারিটী এবং সরলা নিষ্ক্রান্ত)

(অনাবিলা চেয়ারে রহিল; অনাকুলা পর্দ্দার আড়াল হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে তার দিদিকে গালি দিতে লাগিল। অনাবিলা শুধু মাঝে মাঝে "চুপ কর, আকুলি" বলিতে

লাগিল। শেষে অনাবিলা উঠিয়া সরলাকে ডাকিল, এবং আবার বসিল। অত্যন্ত ভীত অবস্থায় সরলার প্রবেশ)

অনাবিলা। কি হচ্ছে? কি হলো বল্‌ছিস্ না কেন এসে?

সরলা। ঠাকুরুণ! ভয়ঙ্কর অবস্থা! তিনজন পুলিশের লোক এসে উপস্থিত হয়েছে—কত কথা—ওরা বল্‌ছে তোমাদের দুজনকেই নিয়ে যাবে—(অনাকুলার বিলাপ) শেষে নন্দিতা আর বন্দিতা দিদিমণি কেমন ভালো মেয়েরা! চোখে জল নিয়ে, প্রায় মাটিতে জানু পেতে, জোড় হাত করে কত সাধাসাধি। ওরা বলে যে—না, সেই স্ত্রীলোক দুটি—কোন জমিদারের বৌ নাকি—ভীষণ ক্ষেপেছে, কিছুতেই ছাড়বে না, ঐ সময়ই আপনি ডাক দিলেন তাই চলে এলুম।

অনাবিলা। যা, সরলা, আবার দেখ গিয়ে কি হলো—তাড়াতাড়ি জেনে আয়। (সরলা নিষ্ক্রান্ত—অনাবিলা উঠিয়া পায়চারি করিতে লাগিল)

অনাকুলা। দিদি, কি নিষ্ঠুর ধূর্ত্ত তুমি। এই বিপদ এনেছ ডেকে! স্বার্থপর! কুটিল! বিদ্বেষ-পরায়ণ!

অনাবিলা। (গম্ভীর স্বরে) আকুলি, তুই যদি এক্ষনি চুপ না করিস্ তাহলে আমি নিজেই পুলিশ ডেকে উপরে আন্‌ব। (অনাকুলা সম্পূর্ণ নীরব, শুধু মাঝে মাঝে নাকের শব্দ শোনা যাইতে লাগিল—সরলার প্রবেশ) কি সরলা?

সরলা। ওঃ! মনে হচ্ছে বন্দিতা আর নন্দিতা দিদিমণি—ওঃ! কি ভালো মেয়ে তারা—দয়ার শরীর—তারা বলে কয়ে মনে হচ্ছে একটা ঠিক করে এনেছে! আমি তাদের বল্‌তে শুনেছি—"আপনাদের কাছে কৃতজ্ঞ রইলুম, কৃতজ্ঞ রইলুম"। তারপর তারা কি জানি কি লিখতে লাগ্‌ছে। ঐ তারা আস্‌ছে!

(মেয়েদের প্রবেশ, অত্যন্ত অভিভূত হইয়াছে মুখে তাহাদের সেই ভাব, নন্দিতা ছাড়া সকলে চেয়ারে গা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িল; নন্দিতা হাতে কাগজ লইয়া টেবিল হেলান দিয়া প্রায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল)

নন্দিতা। (অনাবিলার প্রতি) পুলিশের লোকেরা চলে গেছে।

অনাকুলা। (পর্দার আড়াল হইতে মাথা বাহির করিয়া) চলে গেছে? ঠিক চলে গেছে? আবার ফিরে আসবে না তো?

নন্দিতা। না, এখন বেরিয়ে আসতে পারেন। (অনাকুলা আসিল) অনেক বেগ পেতে হয়েছে—না, বন্দিতা ?

বন্দিতা। বেগ বলে বেগ !

স্থলভা। এই মেয়ে দুটো আজ এমন বুদ্ধি এবং সাহস না দেখালে আজ আপনাদের যে কি দশা হতো তাই ভাবি !

বিজলী। বাস্তবিক, ধন্যবাদ দিতে হয় এদেরে।

অনাবিলা। আমি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কচ্ছি। কি হলো ?

নন্দিতা। ওরা বল্লে যে জমিদারের স্ত্রী একেবারে ক্ষেপে গিয়েছে, স্বয়ং বিলাসপুরের জমিদার নাকি পুলিশের কাছে গিয়েছেন, বল্লে ওঁরা ঠিক করেছেন—যে করেই হোক্ ঐ নীচ স্বভাবের মাগী দুটোকে শাস্তি দিতেই হবে।

অনাকুলা। "নীচ স্বভাবের মাগী" বলেছে আমাদের ? শুন্‌লে দিদি, কি অবস্থায় এনেছ তুমি আমাদের !

অনাবিলা। (হাঁপাইতে হাঁপাইতে) চুপ্ কর, আকুলি !

নন্দিতা। বল্লে এমন ভীষণ প্রকৃতির স্ত্রীলোকদের শাস্তি দেওয়াই উচিত। তা ছাড়া বিলাস-

পুরের জমিদার তিনি। যা ইচ্ছা তাই কর্ত্তে পারেন।

অনাবিলা। তারপর কি হলো ?

নন্দিতা। আমি অনুরোধ উপরোধ কর্ত্তে লাগলুম।

সরলা। হাঁ, তা তুমি করেছ—পুলিশের লোকের সঙ্গে এমন কথা কাটাকাটি, তোমার সাহসওতো কম নয়, বড় দিদিমণি! খুব করেছ তুমি—আমি তো এতটা কর্ত্তুম না, আমাকে যদি কেউ এমন সন্দেহ কর্ত্তো তো তাকে জেলে পাঠিয়ে ছাড়তুম। আমি সে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি।

নন্দিতা। (দৃঢ় ভাবে) সরলা, তোর মুখে সাজে না এ কথা! চুপ কর্ তুই। শেষে লোকটী নরম হলো, বল্লে এখন যদি আপনি শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর কাছে বিনীতভাবে লিখিত ত্রুটী স্বীকার করেন, তাহলে বিলাসপুরের জমীদারকে তারা বলে কয়ে বুঝিয়ে রাখবেন।

অনাকুলা। যাও, এখনি লিখে দাও! আমিও লিখ্‌ব, জানিয়ে দেব যে আমি এতে ছিলুম না!

অনাবিলা। চুপ কর আকুলি!

নন্দিতা। পুলিশের লোকটী কি লিখ্‌তে হবে তাও বলে দিলে। (কাগজ হইতে পড়িল) "মহামান্যা শ্রীমতী হিরণ্ময়ী রায় চৌধুরাণী বরাবরেষু, আমি সুগভীর অনুতাপের সহিত বিনীতভাবে মহাশয়ার কাছে এই ত্রুটী স্বীকার করিতেছি যে আমি সেদিন আপনাদের সঙ্গে যে ব্যবহার করেছি তাহা আমার পক্ষে ঘোরতর অন্যায় এবং নীচ জনোচিত হইয়াছে"।

অনাবিলা। এ রকম ত্রুটী স্বীকার আমি কিছুতেই করব না।

নন্দিতা। (কাঁধ নাড়িয়া) বেশ, না করেন না কর্ব্বেন।

বন্দিতা! ওঃ! তাহলে মিছামিছি এত কষ্ট করলুম।

অনাকুলা। তোমাকে এ লিখতেই হবে, লিখতেই হবে দিদি।

অনাবিলা। চুপ কর আকুলি, বলে যাও নন্দিতা।

নন্দিতা। (পড়িতে লাগিল) "আমি স্বীকার করিতেছি যে আমার প্রকৃতি অত্যন্ত সন্দেহপরায়ণ, সেই জন্য আমার সঙ্গে যারা বাস করে তাহাদের পক্ষে তাহা—"

অনাবিলা। (রাগিয়া) এ আমি লিখবই না।

অনাকুলা। এ সত্যি, দিদি, এ সত্যি, তোমাকে লিখতেই হবে এ কথা।

অনাবিলা। চুপ কর আকুলি। আরো কিছু আছে নাকি ?

নন্দিতা। আর বেশী নয়! (পড়িতে লাগিল) "অত্যন্ত কষ্টদায়ক হইয়া উঠে। অদ্যই আমি অত্যন্ত অন্যায় সন্দেহের বশীভূত হইয়া, আপনাদিগকে দুজন ছদ্মবেশী পুরুষ মনে করিয়াছিলাম। কি নির্লজ্জার কাজ আমি করিয়াছি—আমার দুটি ছাত্রী এবং আপনাদের সম্বন্ধে তাহা এখন আমি সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করিতেছি। আমি এখন করজোড়ে প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া আমার এই ক্রুটী স্বীকার গ্রহণ করতঃ আপনার পরিবারোচিত মহত্ব দেখাইবেন।" তারপর অবশ্যি আপনার স্বাক্ষর থাক্‌বে।

অনাবিলা। (দৃঢ়ভাবে) না, এ সব কিছুতেই আমি লিখ্‌ব না।

অনাকুলা। লিখ্‌বেই তুমি, লিখতেই হবে, আর এও লিখবে তোমার বোনের এতে কোন দোষ নেই।

অনাবিলা। কিছু লিখ্‌ব আমি এর—সব লিখ্‌ব না।

বন্দিতা। (উঠিয়া) আপনি যদি এ সব না লেখেন তাহলে বাবার কাছে লিখে দেব তিনি যেন আমাদের অন্যত্র থাকবার বন্দোবস্ত করেন। আর যদি লেখেন তাহলে এটাকেই আমাদের কাছে ও প্রকাশ্য ক্রুটী স্বীকার বলে গ্রহণ করব আমরা।

সরলা। আর যদি না লেখেন তাহলে নিশ্চয়ই আপনাদেরে ধরে নিয়ে যাবে।

অনাকুলা। (অনাবিলাকে ধরিয়া) লিখ্‌বই, লিখতেই হবে তোমাকে দিদি।

(সকলে কিছুক্ষণ চুপ চাপ। অনাবিলা দাঁড়াইয়া মনস্থির করিতে লাগিল; সকলে স্থির হইয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিল)

অনাবিলা। (নন্দিতার নিকট হইতে কাগজ ছিনাইয়া লইয়া) বেশ! (দরজার দিকে ধাবিত হইল; অনাকুলা অনুসরণ করিল) তোর এসে দরকার নেই, আকুলি।

অনাকুলা। ওঃ! আমি যাবই। আমি দেখ্‌ব আমার কথাটা লিখ্‌ছ কিনা! (উভয়ে নিষ্ক্রান্ত—মেয়েরা হাসি চাপিয়া রাখিল)

সরলা। ওঃ! বড় দিদিমণি, এই সব দুষ্টুমির কথা শুনে তোমাদের বাবা কি বল্‌বেন! আমার

ভয় কচ্ছিল বুঝি নেবে গিয়ে নিজেই পুলিশের সঙ্গে কথা কবে।

সুলভা। এমন আমোদ ভোগ করিনি কোনো দিন জীবনে! সব ফাঁকি জান্‌লে কি জানি বল্‌বে তারা।

বন্দিতা। সে কখনো টের পাবে না।

বিজলী। (উঠিয়া) চল্‌ সুলভা, বাড়ী যাই আমরা। আর হাসি চেপে গম্ভীর হয়ে থাকৃতে পারছিনা এখানে—বাড়ী গিয়ে একবার মন খুলে হাসি।

নন্দিতা। এত ভালোয় ভালোয় শেষ হবে জানতুম না। একেবারে আশাতীত।

সুলভা। সরলা, মটর ঠিক করতে বল। ওরা ফিরে আসবার আগেই পালাই।

সরলা। তোমরা সব দেখে গেলে ভালোই, কোনো মুস্কিল উপস্থিত হলে এদের হয়ে বল্‌তে পারবে।

বন্দিতা। মুস্কিলের কোনো আশঙ্কা নেই, সরলা;—এইবার তাদের শিক্ষা হয়ে যাবে সে দেখে নিস্‌। (সরলা নিষ্ক্রান্ত)

বিজলী। চল্‌ ভাই।

সুলভা। খুব মজা ভোগ করে যাওয়া গেল আজ।

বন্দিতা। একেবারে রীতিমত!

নন্দিতা। (তারা দরজার দিকে যাইতেছে তখন) শ্রীমতী হিরণ্ময়ীর সঙ্গে দেখা হলে বলো সব—আর এ কথাও বলো এরা আজকের কথা আর ভুলতে পারবে না কখনো।

(সকলে হাসিয়া উঠিল—কিন্তু চাপা ভাবে—নিষ্ক্রান্ত)

